# আমাদের যারা বাঁচিয়েছে

## ‘সবুজের প্রহরীর’ সম্মান

অলিভ রিডল্-এর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। কেউ যেন তাদের বিরক্ত না করে সেদিকে ছিল তাঁর কড়া নজর। আর এই ভালবাসাই শেষ পর্যন্ত কাল হল। চোরা শিকারীদের মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রাণ দিতে হল ভিতর কনিকার মাখলা পাবার বনরক্ষী শ্যামসুন্দর সিং-কে। তাঁর এই আবেদনে মুগ্ধ দেশের প্রকৃতিপ্রেমীরা। কাজের স্বীকৃতি হিসাবে শ্যামসুন্দরকে মরণোত্তর গ্রিন গার্ড বা ‘সবুজের প্রহরী’ পুরস্কার দিল কলকাতার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘দি জংলিস’। বঙ্গোপসাগরের কোলে ওড়িশার ভিতরকণিকা জাতীয় উদ্যান। প্রতিবছর শীতের সময় এই জাতীয় উদ্যানের সমুদ্র সৈকতে ডিম পারতে আসে হাজার হাজার অলিভ রিডল কচ্ছপ। সেই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। তারা আবার ফিরে যায় সমুদ্রে। এই সময় চোরাশিকারীদের দৌরাত্মও বেড়ে যায়। মাছ চোরা শিকারীরা নেমে পড়ে কচ্ছপ নিধনে। এই চোরাশিকারীদের আটকাতে ৪৬ বছরের শ্যামসুন্দর প্রতিদিন টহল দিতেন রেঞ্জের জঙ্গল ঘেরা সমুদ্র সৈকতে। ২০০৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। আরও দুজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে টহল দিচ্ছিলেন শ্যামসুন্দর। এই সময় দুটি বেআইনি ট্রলারকে আটক করেন তাঁরা। এই সময় চোরাশিকারী আক্রমণ করে শ্যামসুন্দরদের। সহকর্মীরা পালিয়ে গেলেও একা হাতে বাধা দেন শ্যামসুন্দর। কিন্তু চোরাশিকারিরা তাঁকে মেরে অস্ত্রচালিত নৌকায় করে ভাসিয়ে দেয় সমুদ্রে। ডিম ফুটে বের হয়ে হয়ে ছোট্ট ছোট্ট অলিভ রিডলরা যখন পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেছিল সেই সময় অনেক দূরে পাওয়া যায় শ্যামসুন্দরের ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ। সম্প্রতি জংলিস-এর এক অনুষ্ঠানে ‘গ্রীন গার্ড’ পুরস্কারটি নিহত বনরক্ষীর স্ত্রীর হাতে তুলে দেন প্রকৃতি বিশেষজ্ঞ বিটু সায়গল। একক কৃতিত্বের জন্য শ্যামসুন্দরকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতি রক্ষার জন্য জরলি আরও কয়েকজনকে গ্রিন গার্ড পুরস্কার দিয়েছে। গোয়ার মোল্লেম জাতীয় উদ্যানের রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার প্রকাশ দামোদর সালেলকরকে বন্য প্রাণী রক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক বাসভূমি সংরক্ষণের জন্য সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান, উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য তামিলনাড়ুর গল্ফ অফ মান্নার মেরিন জাতীয় উদ্যানকে দলগতভাবে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ‘দি জংলিস’-এর পক্ষে রাজা চ্যাটার্জি বলেন, ‘অরণ্য, বন্যপ্রাণী রক্ষার জন্য যে সব বনকর্মী, অফিসার দৃষ্টান্তমূলক কাজ করছেন তাঁদের সম্মান জানাতে এই পুরস্কার দিয়ে আসছে তাঁদের সংগঠন।’ প্রকৃতিরক্ষায় বহু উল্লেখযোগ্য কাজ করছে জংলিস।’